BNKS

তৃণমূল বার্তা

actionaid

এলআরপি ৩৪ | ১৫ তম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

কোয়ার্টালি চাইল্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ আলোচনা সভা

১৮ মে ২০২৫ই রোজ রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বিএনকেএস ওইএসআইএসএস প্রকল্প বাস্তবায়নে বান্দরবান পার্বত্য জেলা, থানচি উপজেলায় ৪ নং বলিপড়া বিএনকেএস প্রকল্প অফিস হল রুমে চাইল্ড জার্নালিস্ট (সিজেজি) সদস্যদের নিয়ে ত্রিমাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে অংশগ্রহন করে ৪নং বলিপাড়া ইউপি থেকে সিজেজি সদস্য লিডারশীপ। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মি. র‍্যামবো ত্রিপুরা সহ-সভাপতি-থানচি প্রেসক্লাব, সভাপত্বিত করেন মি মংক্যওয়ং মারমা- প্রোগ্রাম এন্ড স্পন্সরশীপ অফিসার ওইএসআইএসএস প্রকল্প বিএনকেএস। উক্ত আয়োজনটি সার্বিক সহযোগিতায় করেন মংপ্রুচিং মারমা ফিল্ডঅর্গানাইজার ওইএসআইএসএস প্রকল্প বিএনকেএস এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি মি. র‍্যামবো ত্রিপুরা বলে শিশুদের তৃণমূল বার্তা প্রকাশে মাধ্যমে শিশুদের অধিকার ও স্থানীয় শিশুদের বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন অপরাধজনিত এবং সাইবার ক্রাইম থেকে বিরত থাকবে। তাছাড়া চাইল্ড জার্নালিস্ট সদস্যরা সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড কাজে এগিয়ে আসবে।

উক্ত আয়োজনের মাধ্যমে শিশু সাংবাদিক সদস্যদের ত্রিমাসিক সভা করে সিজেজি সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন করা। সিজেজি সদস্যদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করা। শিশু সাংবাদিকদের স্থানীয় সামাজিক উন্নয়ন এবং সমস্যাগুলো তুলে ধরা। সিজেজি সদস্যদের মাধ্যমে সমাজে অদৃশ্যগুলো তুলে ধরা। তাদের প্রজন্ম নেতৃত্ব নিশ্চিত করা এবং সমাজে ইতিবাচক হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করা। বিশেষ করে সমাজের বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন ও বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণের মত অপরাধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা। সিজেজি সদস্যদের লেখা ছড়া, কবিতা, গল্প, ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং সাংস্কৃতিক সামাজিক আচার অনুষ্ঠান গুলো তুলে ধরা এবং নিজেদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া সিজেজি সদস্যদের সাথে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সমন্বয় তৈরি করা।

স্থানীয় শিশুদের খাতা বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ইং রোজ সোমবার থানচি উপজেলা ৪ নং বলিপাড়া ইউনিয়ন, ৩ নং থানচি সদর ইউনিয়ন এবং ২ তিন্দু ইউনিয়ন স্থানীয় স্পন্সর-নন স্পন্সর শিশু, পাঁচটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রি বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করে শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা সম্মানীত আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহন করে মিসেজ. মেঞোচিং মারমা সম্মানীত নারী আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মিসেজ ম্যাম্যাসিং মারমা ফিন্যান্স ম্যানেজার বিএনকেএস, মি. ক্যবাথুই প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওইএসআইএসএস প্রকল্প বিএনকেএস এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

এই সময় স্থানীয় শিশুদের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা এবং শিশুদের শিক্ষা উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। দীর্ঘ বছর ধরে স্থানীয় শিশু সুরক্ষা, শিশু নিরাপত্তা এবং শিশু অধিকার নিশ্চিতের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করেছে দাতা সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি (বিএনকেএস) ওইএসআইএসএস প্রকল্প। এ সময় ৩৩২ জন্য স্পন্সর শিশু, ১৩৫ জন স্থানীয় এসবিকে শিক্ষার্থীদের একশনএইড বাংলাদেশ থেকে শিক্ষনীয় বার্তা ছবিসহ খাতা দেওয়া হয়। তাছাড়া দরিদ্র শিশু পরিবারে শীতের কম্বল এবং শিশুদের জন্য শীতের কাপড় বিতরণ করা হয়।

শিশু নিরাপত্তা ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা সভা

গত ১৫ মার্চ ২০২৬ রোজ রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় হালিরাম পাড়া শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে) এবং ১৭ ই মার্চ ২০২৬ইং রোজ সোমবার দুপুর ২:০০ ঘটিকা নাইক্ষ্যং পাড়া শিশু বিকাশ কেন্দ্র (এসবিকে) একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বিএনকেএস ওইএসআইএসএস প্রকল্প বাস্তবায়নে শিশু সুরক্ষা ও শিশু নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে স্থানীয় স্পন্সর-নন স্পন্সর শিশু, চাইল্ড ফোরাম সদস্য এবং সিজেজি সদস্য স্বতঃস্ফূতভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন মি. মংক্যওয়ং মারমা, প্রোগ্রাম এন্ড স্পন্সরশীপ অফিসার ওইএসআইএসএস প্রকল্প বিএনকেএস আয়োজনটি পরিচালনা করেন মংপ্রুচিং মারমা ফিল্ডঅর্গানাইজার ওইএসআইএসএস প্রকল্প বিএনকেএস এবং সার্বিক সহযোগিতা করে এসবিকে সহায়কবৃন্দ।

উক্ত আয়োজনের শিশুরা একটি জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং উন্নয়নের মূল ভিত্তি। তাই শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ ও নিরাপদ ভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা একটি সভ্য সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শিশুরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ এবং তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না। শিশুদের সুষম বিকাশের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ প্রয়োজন। সুরক্ষিত না থাকলে শিশুরা অপুষ্টি নিরক্ষরতা, শিশুশ্রম, যৌন নির্যাতন, শিশু ধর্ষণ, শিশু নির্যাতন, শিশু শিক্ষা এবং শিশু স্বাস্থ্যঝুঁকি হতে পারে। তাছাড়া বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি শিশুর এখনও সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত হয় নি।

বাংলাদেশ সরকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৯ জনই বাবা-মা, শিক্ষক বা সেবাদানকারীদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগৃহীত হয়। তাছাড়া দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি এগুলোই মূল সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশ এবং স্থানীয় শিশু শ্রম বন্ধ, শিক্ষা হার বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য দুর করতে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সরকার বিভিন্ন বিভাগ আইনগুলো সঠিক ভাবে বাস্তবায়ণ করা জরুরি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ ইং

২০২৬ সালের ৮ই মার্চ, সকাল ৯:৩০ মিনিটে, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় বিএনকেএস কর্তৃক বাস্তবায়িত ওএসআইএসএস প্রকল্পের অধীনে বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি উপজেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ওএসআইএসএস প্রকল্পের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মগক হেডম্যান পাড়ায় আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ও পৃষ্ঠপোষকতাবিহীন শিশু, শিশু ফোরামের সদস্য, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের (সিবিও) সদস্য, পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত শিশুদের অভিভাবক, স্থানীয় নারী প্রতিনিধি এবং ঐতিহ্যবাহী নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে রিফ্লেক্ট অ্যাকশন গ্রুপের সদস্য এবং বিএনকেএস-এর কর্মীবৃন্দ দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল "অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন: নারী ও কিশোরীদের উন্নয়ন"। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে থানচি উপজেলায় নারী ও কিশোরী মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণে দিবসটি পালিত হয়। নারী, কিশোরী মেয়ে এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বের করা হয়েছিল।

সমাবেশের পর গ্রামের মধ্যবিন্দুতে সকল অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য ও নিপীড়নের মতো বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এতে সমাজের সর্বস্তরে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব ও মর্যাদার ওপরও আলোকপাত করা হয়।

আরএসি গ্রুপের সদস্যদের প্রথম ত্রৈমাসিক সভা থানচি, তিনডু ও বলিপাড়া ইউনিয়নে সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রুপকে শক্তিশালী করার উপর আলোকপাত করা হয়।

আলোচনা চলাকালে, সদস্যরা তাদের জীবনযাত্রা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম (আইজিএ) নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। বিভিন্ন সম্ভাব্য আইজিএ বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সদস্যরা টেকসই আয়ের সুযোগে যুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সভায় সামাজিক কল্যাণ ও সুরক্ষা জাল পরিষেবার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীরা দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য উপলব্ধ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং অন্যান্য সহায়তা ব্যবস্থাসহ সরকার-প্রদত্ত পরিষেবা ও সুবিধাগুলো কীভাবে আরও ভালোভাবে পাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়াও, সদস্যরা বর্তমান অর্জন এবং বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে পরিসেবা ও তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। নিজ নিজ এলাকার এলআরপি মাঠকর্মীরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সমন্বয় করেন।

- আয়বর্ধক উদ্যোগের সুযোগ সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি
- সমাজকল্যাণ ও সুরক্ষা জাল পরিসেবা সম্পর্কে উন্নত বোঝাপড়া
- সরকারি পরিসেবা ও সহায়তা গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি

হৃদয়ে গহীনে বাংলা

উখ্যাইওয়ং মারমা (সিজেজি সদস্য)

হৃদয় জুড়ে অনুরণন, মনের গহীন টান,
বাংলা আমার মায়ের ভাষা, আমার শ্রেষ্ঠ দান।
অ আ ক খ -র সুরে সুরে, জীবন খুঁজে পাই,
এই ভাষাতেই মা-কে ডাকি, দুঃখ ভুলে যাই।

কৃষ্ণচূড়ার রঙে মাখা, একুশের সেই স্মৃতি,
ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া, বাঙালির এক রীতি।
শহীদ মিনারের শান্ত ছায়ায়, মাথা করি নত,
বাংলা আমার শক্তি যোগায়, সারিয়ে দেয় সব ক্ষত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর নজরুলের গানে,
বাংলা ভাষা ঢেউ খেলে যায় প্রতিটি বাঙালির প্রাণে।
পল্লীগীতি বাউল সুরে, মাটির সোনা গন্ধে,
বেঁচে থাকি আমরা সবাই, মায়ার মধুর ছন্দে।

বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু, গর্বে মোদের দেশ,
বাংলা ভাষার তুলনা নেই, বড়ই মধুর রেশ।
যতদিন রবে চন্দ্র সূর্য, ততদিন রবে প্রাণ,
গাইবো মোরা আপন মনে, এই বাংলার জয়গান।

বাড়ি পাশে সবুজ পাহাড়

নাইশেইখই মারমা (সিজেজি সদস্য)

আমার বাড়ির খুব কাছে সেই পাহাড়টা রয়,
সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে করে কী কথা কয়!
সকাল হলেই সোনালি রোদে হাসে তার ওই মুখ,
জানলা খুললে পাহাড় দেখা -এ এক বড় সুখ।

মেঘের দল সব পাহাড় চূড়ায় করে আনাগোনা,
সবুজ পাতার ভাঁজে ভাঁজে রোদের আল্পনা।
পাহাড়তলীর ছোট গাঁয়ে শান্ত শীতল হাওয়া,
পাখির গানে পাহাড় জুড়ে চলে আসা-যাওয়া।

মাচাঁ ঘরে দেখা যায় ওই মেঘের লুকোচুরি,
ইচ্ছে হলেই ছুটে তার বনের ভেতর ঘুড়ি।
আকাশ ছোঁয়ার নেই প্রয়োজন, কাছেই আমার বাড়ি,
সবুজ পাহাড় আমার বন্ধু-নাই কোনো তার আড়ি।

রক্তে মোদের তারুণ্য

উশৈইসিং মারমা (সিজেজি সদস্য)

রক্তে যাদের দ্রোহের আগুন, চোখে রঙিন স্বপ্ন জাগে,
পথের বাধা তুচ্ছ করে যারা চলে সবার আগে।
তারাই তরুণ, তারাই নবীন, তারাই ভোরের আলো,
মুক্ত হাতে মুছিয়ে দেয় যা কিছু মন্দ আর কালো।

পাহাড় সমান বাধা আসুক কিংবা আসুক ঝড়,
তারুণ্য কভু জানে না মানতে পরাজয়ের ডর।
জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে তারা গড়ে নতুনের গান,
তাদের বাহুর শক্তিতেই বাঁচে দেশ ও জাতির প্রাণ।

থেমে থাকা নয়, ক্লান্তি নয়, নয় শুধু ঘরে রওয়া,
তরুণ মানেই অজানাকে ছুঁতে উত্তাল এক হাওয়া।
অন্যায়ের সাথে আপসহীন যে শির চিরকাল উন্নত,
তারুণ্য মানেই ছুটে চলা এক শাশ্বত ধ্রুবর মতো।

হে নবীন, তবে জেগে ওঠো আজ সত্যের আহ্বানে,
আলোর মশাল জ্বালিয়ে দাও আঁধার বিদীর্ণ প্রাণে।
তোমার হাতেই রচিত হবে আগামীর ইতিহাস,
তারুণ্য মানেই জয়োল্লাস, অসীম নীল আকাশ।

বিচারক পেঁচা ও ধূর্ত বাঘ

উমেখ্যাই মারমা (সিজেজি সদস্য)

একদা এক গহীন জঙ্গলে একটি বুনো শুকর বাস করত। সারাদিন বনে খাবার খুঁজে বেড়ানোর পর সন্ধ্যাবেলা সে তার ডেরায় ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ বনের নিস্তব্ধতা ভেঙে এক বিশাল বাঘ তার সামনে হাজির হলো। বাঘটিকে দেখে খুব ভীত ও বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। সে বিনীতভাবে শুকরটির কাছে এক রাতের জন্য আশ্রয় চাইল।

শুকরটি অবাক হয়ে বলল, "তুমি বনের বাঘ, আমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছ?" বাঘটি করুণ সুরে বলল, "বন্ধু, আমি পথ ভুলে নিজ এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। অচেনা জঙ্গল, তাই রাতটুকু তোমার বাসায় থাকতে দিলে খুব উপকার হতো।" শুকরটির মনে মায়া হলো। সে বাঘটিকে আশ্রয় দিল। সারারাত গল্পগুজব করে তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাঘটির খুব খিদে পেল। শুকরটিকে দেখে তার জিভে জল চলে এল। শুকরটির ঘুম ভাঙলে বাঘটি বলল, "বন্ধু, আজ রাতে আমি খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছি।" শুকরটি জানতে চাইল, "কী স্বপ্ন বন্ধু?" বাঘটি আগে থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চাইল যেন শুকরটি তার স্বপ্ন পূরণ করে। সরল বিশ্বাসে শুকরটি বলল, "সাধ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই করব।"

তখন বাঘটি তার আসল রূপ ধারণ করে বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি অতিথি আপ্যায়নের জন্য তোমার নিজের মাংস আমাকে খেতে দিয়েছ। তাই আজ তোমাকে মরতে হবে এবং তোমার মাংসই হবে আমার সকালের নাস্তা।"

শুকরটি অবাক হয়ে বলল, "এ কেমন কথা! স্বপ্নের কি কোনো যুক্তি আছে?" বাঘটি জেদ ধরে বলল, "স্বপ্নই পরম সত্য। বিশ্বাস না হলে চলো বনের রাজা সিংহের কাছে বিচার নিয়ে যাই।"

সিংহের কাছে বিচার গেলে সিংহ বাঘের পক্ষ নিয়ে রায় দিল যে, বাঘ যেহেতু স্বপ্ন দেখেছে, তাই শুকরকে তার মাংস দিতেই হবে। নিরুপায় শুকরটি চোখের জল মুছে রাজার কাছে বিকেলের আগ পর্যন্ত সময় চাইল।

বিমর্ষ মনে বনের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুকরটি খেয়াল না করেই একটি গাছের ডালে ধাক্কা খেল। সেই ডালে এক পেঁচা বসে ছিল। পেঁচাটি রেগে গিয়ে বলল, "চোখে কি দেখতে পাও না?" শুকরটি কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনা পেঁচাকে খুলে বলল। সব শুনে পেঁচা বলল, "তুমি একদম ভয় পেয়ো না। সময়মতো তুমি সিংহের দরবারে থেকো, আমি আসছি।"

বিকালে বাঘ যখন শুকরকে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখন পেঁচা সেখানে হাজির হলো। সে মহারাজ সিংহকে সম্বোধন করে বলল, "মহারাজ! আমি আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্নে আপনার রাজকন্যাকে বিয়ে করেছি। তাই এখন আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

সিংহ গর্জে উঠে বলল, "এসব কী আবোলতাবোল বলছ? এটা অসম্ভব!" তখন পেঁচা ধীরস্থিরভাবে বলল, "মহারাজ, বাঘের স্বপ্ন যদি সত্যি হতে পারে এবং সেই যুক্তিতে সে যদি শুকরকে খেতে পারে, তবে আমার স্বপ্ন কেন সত্যি হবে না?"

সিংহ রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন গায়ের জোরের চেয়ে যুক্তির জোর অনেক বেশি। তিনি বাঘকে আদেশ দিলেন শুকরকে ছেড়ে দিতে। প্রাণ ফিরে পেয়ে শুকরটি পেঁচাকে ধন্যবাদ জানালো এবং বাঘটি লজ্জিত হয়ে নিজের এলাকায় ফিরে গেল।

শিক্ষা:শারীরিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বা যুক্তির শক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী।

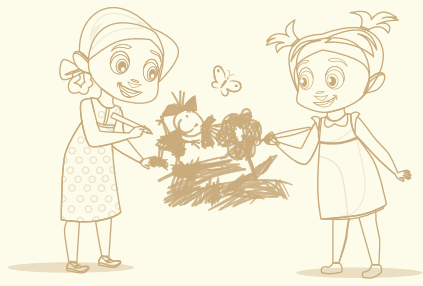

স্বপ্নডানা ও অসমাপ্ত গল্প

চিংওয়ংসাইং মারমা (সিজেজি সদস্য)

১ম অধ্যায়: শিমুলতলী গ্রামে ছিলো একজন চঞ্চল ও মেধাবী ছাত্রী শিখা (১৫)। শিখা নবম শ্রেণীতে পড়ে। তার চোখে ছিল আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন। শিখার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে ডাক্তার হবে এবং তাদের এলাকায় গ্রামের গরিব মানুষদের সেবা করবে। কিন্তু শিখার পরিবারের এক সিদ্ধান্তে তার জীবনে নেমে এল এক কালো মেঘের অধ্যায়। শিখার বাবা মজিদ মিয়া ছিল দিন মজুর। মজিদ মিয়া অভাবের সংসারে তিনি ভাবলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, এখন ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেই আপদ বিদায় হবে। বিয়ে সমন্ধের জানা পর শিখার অনেক কান্নাকাটি বা পড়ার আগ্রহের কোনো মূল্যই দিলেন না মজিদ মিয়া।

২য় অধ্যায়: শিখার মনে সম্মতি না থাকা পরও মজিদ মিয়া সমর্থ্য অনুযায়ী পাশের গ্রামে এক ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের পর শিখার জীবন আমূল বদলে গেল। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। ভারি কাজ আর সংসারের চাপে তার ছোট শরীরটা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এক বছরের মাথা শিখা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল। কিন্তু তার শরীর ও মন-কোনোটিই মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

৩য় অধ্যায়: একদিন মাঝরাতে শিখার প্রচন্ড প্রসব বেদনা উঠল। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ডাকা হলো, কিন্তু শিখার অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে শহরে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। রক্তস্বল্পতা আর অপরিণত বয়সের কারণে শিখার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। বহু কষ্টে শিখা বেঁচে ফিরলেও সে তার সন্তানকে বাঁচাতে পারল না। ডাক্তার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "এত কম বয়সে মা হওয়ার ধকল ওর শরীর সইতে পারেনি"।

৪র্থ অধ্যায়: সুস্থ হয়ে শিখা নিজের বাড়িতে ফিরে এল। মজিদ মিয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি বুঝলেন, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে তিনি তার মেয়ের জীবনটা প্রায় শেষ করে দিয়েছিলেন।

শিখা দমে যাওয়া পাত্রী নয়। সে আবার স্কুলে যাওয়া সিদ্ধান্ত নিল। গ্রামে লোক হাসাহাসি করলেও সে কানে তুলল না। এখন শিখা শুধু নিজের জন্য পড়ে না, সে তার গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে মা-বাবাদের বোঝায়-

- বাল্যবিবাহ কোনো সমাধান নয়, বরং এটি একটি মেয়ের জীবন ধ্বংসের পথ।
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ মা ও শিশু উভয়ের জন্যই প্রাণঘাতী।
- মেয়েরা বোঝা নয়, শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তারাই পরিবারের সবচেয়ে বড় শক্তি।

শিখা এখন তার গ্রামে "বাল্যবিবাহ বিরোধী যোদ্ধা" হিসেবে পরিচিত। তার হাত ধরে শিমুলতলী গ্রামে এখন আর কোনে মেয়ের স্বপ্ন মাঝপথে ভেঙে যায় না।

শিক্ষাই হোক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার। একটি মেয়েকে শিক্ষিত করা মানে একটি পুরো প্রজন্মকে রক্ষা করা।

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১৫ তম সংখ্যা • জুন ২০২৬

এলআরপি ৩৪

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

তৃণমূল বার্তার ১৭তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি-মে ২০২৫) প্রকাশের এই ক্ষণে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের নিরন্তর সমর্থন ও আগ্রহই আমাদের এই পথচলার প্রধান প্রেরণা।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলোর মধ্যে বান্দরবান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্ভাবনার এক অনন্য ভাণ্ডার। এই জেলার থানচি উপজেলা-দুর্গমতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে বসবাসরত ১১টি জাতিগোষ্ঠী নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনধারার মাধ্যমে গড়ে তুলেছে এক সমৃদ্ধ সামাজিক পরিমণ্ডল। তবে যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার ঘাটতি এখানকার মানুষের জীবনযাত্রাকে এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে একশনএইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি (বিএনকেএস) দীর্ঘদিন ধরে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের সুরক্ষা, অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের কার্যক্রম প্রশংসনীয়।

ওইএসআইএসএস (OESISS) প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। নারী নেতৃত্বের বিকাশ, আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৈষম্য হ্রাসে এই প্রকল্পগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় নারীরা এখন শুধু অংশগ্রহণকারী নন, বরং নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন সরকারি ও বেসরকারি সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন।

গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি চাষ, জুম চাষভিত্তিক মসলা ও শাকসবজি উৎপাদন, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এবং স্থানীয় পণ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বীতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করেছে। অর্গানিক খাদ্য ও হস্তশিল্প বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং দুর্গম এলাকায় যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকার ব্যবস্থা এসব উদ্যোগ উন্নয়নের বাস্তব প্রতিফলন।

শিশুদের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে বহুমাত্রিক উদ্যোগ। স্পন্সরশিপ কার্যক্রম, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু ফোরাম, তৃণমূল শিশু সাংবাদিক দল এবং যুব গ্রুপের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা, অধিকার ও মানসিক-শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করা হচ্ছে। নাচ, গান ও খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হচ্ছে, তেমনি শিশু নির্যাতন, বৈষম্য ও পাচার প্রতিরোধেও গড়ে উঠছে সচেতনতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা।

এই সমন্বিত উদ্যোগগুলোর ফলে "তৃণমূল বার্তা" এখন কেবল একটি পত্রিকা নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার একটি সক্রিয় ও কার্যকর প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি (বিএনকেএস) এবং একশনএইড বাংলাদেশ-এর প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের মানবিক দায়বদ্ধতা, নিষ্ঠা এবং সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। জাতীয় পর্যায়ে তাদের লবিং, অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম আমাদের এই অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা জোগায়।

আমরা বিশ্বাস করি, "তৃণমূল বার্তা" প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরার এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে আরও বিকশিত হবে। থানচির সম্ভাবনা, পরিবর্তন ও অগ্রগতির গল্প আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার।

আপনাদের মতামত, সহযোগিতা ও উৎসাহ আমাদের এই পথচলাকে আরও সমৃদ্ধ করবে এই প্রত্যাশা রইল।

ধন্যবাদান্তে,

ক্যাথোয়াই
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ওইএসআইএসএস (OESISS) প্রকল্প

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

ধন্যবাদান্তে,
একশনএইড বাংলাদেশ